ইউরোপীয় ঐক্যের প্রতি ব্রিটেনের অনীহা ১৯৫০-এর দশক থেকেই। ১৯৫১ সালে প্রধানমন্ত্রী চার্চিল কোনো প্রকার ইউরোপীয় গোষ্ঠী বা ঐক্য সংগঠনে ব্রিটেনের অন্তর্ভুক্তির বিরোধী ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট এটলির নেতৃত্বাধীন শ্রমিক সরকার এবং পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী এডেন-এর রক্ষণশীল প্রশাসন ইউরোপীয় সংহতির তীব্র বিরোধী ছিলেন। স্বভাবতই ব্রিটেন ১৯৫৭ সালে সম্পাদিত ইউরোপীয় সংহতিবর্ধক রোম চুক্তি (Treaty of Rome)-তে স্বাক্ষর করেনি।

ব্রিটেনের আপত্তির কারণসমূহ : ইউরোপীয় সংহতি প্রয়াসে ব্রিটেনের সামিল না হওয়ার পিছনে একাধিক উপাদান কাজ করেছিল।

প্রথমত, ব্রিটেনের আশঙ্কা ছিল এই ধরনের সংহতিমূলক সংগঠনে যোগদান করলে ব্রিটেন তার অর্থনীতির ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাবে।

দ্বিতীয়ত, কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলির সঙ্গে ব্রিটেনের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বেশ ভালো জায়গায় ছিল। ব্রিটেনের আশঙ্কা ছিল EEC বা EC-তে যোগ দিলে কমনওয়েলথ-এর সঙ্গে তার বাণিজ্যিক সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

তৃতীয়ত, ব্রিটেনের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। ব্রিটেনের বিচারে সে যদি ইউরোপীয় সংহতি প্রক্রিয়ার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত হয়ে পড়ে, তাহলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তার সম্পর্কের অবনতি ঘটতে পারে।

চতুর্থত, ব্রিটিশ জাতি বরাবরই রক্ষণশীল প্রকৃতির। তারা নিজেদের স্বাতন্ত্র্যে এবং ঐতিহ্যে বিশ্বাসী। অধিকাংশ ব্রিটিশ রাজনীতিকেরই ভয় ছিল ইউরোপীয় গোষ্ঠীর সঙ্গে অর্থনৈতিক ঐক্য কালক্রমে রাজনৈতিক ঐক্যে পরিণত হতে পারে এবং তাতে ব্রিটিশ সার্বভৌমত্বের ওপর আঘাত আসতে পারে।

উপরিউক্ত কারণে ব্রিটেন প্রথমদিকে ইউরোপীয় সংহতি প্রয়াসে সামিল হতে চায়নি। তবে ১৯৬০-এর দশকের শুরু থেকে পরিস্থিতি দ্রুত বদলাতে থাকে। ১৯৬১ সালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড ম্যাকমিলান EEC-তে যোগদানের ইচ্ছা ঘোষণা করলেন। ব্রিটেনের EEC-তে যোগদানের ইচ্ছাকে কিছু ইউরোপীয় রাষ্ট্র, বিশেষ করে ফ্রান্স ভালোচোখে দেখেনি। ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি দ্য গল-এর আশঙ্কা ছিল ব্রিটেন যেহেতু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে যুক্ত, সেহেতু ব্রিটেনকে EC-র সদস্য করা হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপীয় বিষয়ে নাক গলাবার রাস্তা পেয়ে যাবে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে ইউরোপীয় গোষ্ঠী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে এসে যাবে।

তবে ১৯৬৯ সালে ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি দ্য গল পদত্যাগ করলে পরিস্থিতি বেশ কিছুটা ব্রিটেনের অনুকূলে যায়। কারণ দ্য গলের উত্তরসূরি জর্জ পঁপিদুঁ (George Pompidon) ব্রিটেনের প্রতি অনেকখানি নরম মনোভাব পোষণ করতেন। তাছাড়া প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথও খুব জোরালোভাবে EC-তে ব্রিটেনের অন্তর্ভুক্তির দাবিটি তুলে ধরেছিলেন। ১৯৯১ সালে ব্রিটেনের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত EFTA (European Free Trade Association) EEC-র সঙ্গে মিশে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে ইউরোপীয় ঐক্য একটা শক্তিশালী ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এ ব্যাপারে ব্রিটেনের দীর্ঘ টালবাহানার অবসান ঘটে।

তবে EU-তে যোগ দেওয়া, আবার সেখান থেকে বেরিয়ে আসার ব্যাপারে ব্রিটেনের জনগণের দোদুল্যমানতা কম দায়ী নয়। ২০১৬ সালের জুন মাসে যে গণভোটের মাধ্যমে EU থেকে ব্রিটেনের বেরিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত পাকা হয়, সেখানেও এই দোদুল্যমানতার ছাপ স্পষ্ট। কারণ উক্ত গণভোটে মাত্র ৫২% ভোটে BREXIT-এর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ইতিমধ্যে ব্রেক্সিট নিয়ে এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে ব্রিটেনে। গত ১৫ই জানুয়ারি, ২০১৯-এর সন্ধ্যাবেলায় ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বিপুল ভোটে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টেরেজা মে-র প্রস্তাবিত ব্রেক্সিট চুক্তি খারিজ হয়ে যায়। দু'বছর ধরে ব্রেক্সিট চুক্তি নিয়ে সওয়ালের পরে টেরেসার পক্ষে ভোট দেন মাত্র ২০২ জন এম পি, আর বিপক্ষে ভোট পড়েছে ৪৩২টি। দু'বছর আগে ব্রিটিশ সরকার জানিয়েছিল, ২০১৯ সালের ২৯ মার্চ তারা EU থেকে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু এখন যা পরিস্থিতি তাতে এত অল্পদিনের মধ্যে ব্রেক্সিট নিয়ে নতুন করে চুক্তি হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

Scanned with CamScanner